তারিখ 13 JAN 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম

দৈনিক ইনকিলাব

239

উপজেলা পরিক্রমা

সিরাজদিখান

মুন্সীগঞ্জ, ১২ ডিসেম্বর (সংবাদদাতা)।— রাজধানী ঢাকার মাত্র ১০ মাইল দক্ষিণে অত্যন্ত গ্রামীণ পরিবেশে অবস্থিত মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলা বিভিন্ন সমস্যার আবর্তে জর্জরিত।

১৪টি ইউনিয়ন ও ১৬১টি গ্রাম নিয়ে ৭০ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এ উপজেলার লোকসংখ্যা ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ১,৯৮,১৬৮ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৯৮,২৩২ জন ও মহিলা ৯৯,৯৩৬ জন। প্রতিবর্গমাইলে বসবাসকারী লোকসংখ্যা ২৮২৮ জন এবং শিক্ষিতের হার শতকরা ২৪ জন।

যোগাযোগ

উপজেলায় কোন পাকা রাস্তা নেই। মাত্র ৩ মাইল রাস্তায় ইট বিছানো, বাকি ১০৫ মাইল রাস্তাই কাঁচা। সংস্কারের অভাবে রাস্তাগুলোর প্রায় সবগুলোতেই ছোট-বড় অসংখ্য গর্তের সৃষ্টি হয়েছে এবং বহু স্থানে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। অনেক রাস্তা, কাঁঠেরপুল ভেঙ্গে পড়েছে। ফলে লোকজন ও যানবাহন চলাচলে দারুণ অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। রাজধানীর অনতিদূরে ও মুন্সীগঞ্জ জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হলেও সিরাজদিখানের যোগাযোগ ব্যবস্থার আদৌ কোন উন্নতি হয়নি।

টেলিফোন

সিরাজদিখানে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ না থাকায় ৩৫ মাইল বিশিষ্ট এক সিবি বোর্ডের মাধ্যমে মিরকাদিম দিয়ে ঢাকার সাথে যোগাযোগ করতে তিন-চার ঘন্টা সময় লাগে। অধিকাংশ সময় তিন-চার ঘন্টা অপেক্ষা করেও লাইন পাওয়া যায় না। সিরাজদিখানে একটি স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জ নির্মাণের দাবী এলাকার ব্যবসায়ী মহল, ব্যাংক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সুদীর্ঘদিন যাবত লালন করে আসছেন।

শিক্ষা

সিরাদিখান উপজেলায় ২টি মহাবিদ্যালয়, ১৭টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৪টি নিম্ন মাধ্যমিক, ১০৪টি সরকারী ও ৮টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪টি সিনিয়র, ৭টি জুনিয়র, ৩২৮টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও ১টি এতিমখানা রয়েছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে—ব্যবহারের প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এছাড়া শিক্ষকের স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব ও শিক্ষার উপকরণাদিসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে শিক্ষার পরিবেশ দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

কৃষি

উপজেলার মোট কৃষি জমির পরিমাণ ৩৪,৩০১ একর, প্রধান ফসল গোল আলু। এর পরেই আছে ধান, পাট ও শাক-সব্জী। এ বছর মোট ১৭,৬০০ একর জমিতে আলু আবাদ করা হয়েছে। আলু আবাদের পরিমাণ সরকারী লক্ষ্যমাত্রার দ্বিগুণেরও বেশী। আলু বীজের সংকট, কৃষি ঋণের স্বল্পতা ও রাসায়নিক সারসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে ৮ হাজার একর জমিতে এবার আলু চাষ সম্ভব হয়নি।

স্বাস্থ্য

এই উপজেলায় ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ১টি, দাতব্য চিকিৎসালয় ৩টি ও ৮টি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র রয়েছে। সদর হাসপাতালে আজো বহির্বিভাগেই চিকিৎসা কাজ চলছে। এখানে এম্বুলেন্স, এক্স-রে মেশিন, ব্লাড ব্যাংক নেই। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র নেই বললেই চলে।

হাট-বাজার

উপজেলায় সুপ্রসিদ্ধ তালতলা বন্দর বাজার ছাড়াও ৮টি ছোট-বড় হাট-বাজার রয়েছে। এগুলো সংস্কারের অভাবে দৈন্যদশায় পতিত হয়েছে। প্রতি বছর এসব হাট-বাজার থেকে মোটা অংকের রাজস্ব আদায় করা হলেও এগুলো সংস্কারের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আদৌ নজর দিচ্ছেন না।

বিদ্যুৎ

'এই আছে এই নেই' ব্যবস্থায় উপজেলাকে বিদ্যুতায়ন করা হচ্ছে। এক শ্রেণীর অসাধু ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী অর্থের বিনিময়ে অবৈধভাবে শতকরা ৫০ ভাগ ঘর-বাড়ীতে সংযোগ প্রদান করেছে। বহু গ্রাহক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্মচারীদের সন্তুষ্ট করতে না পেরে সংযোগ পাচ্ছে না। ফলে সরকার যেমন বিপুল অংকের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি প্রকৃত বিদ্যুৎ গ্রাহকরাও সংযোগ-লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।